ভোরের কাগজ

তারিখ 11 DEC 2005
পৃঃ ১২ কলাম ২

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে মাঠে নেমেছেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য

কাগজ প্রতিবেদক : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে স্থায়ী নিয়োগ পাওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছেন জগন্নাথ কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর আয়েশা শিরিন রহমান। সরাসরি শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতা ৫/৬ বছরের বেশি না হলেও কেবলমাত্র সাবেক দাপটশালী সচিব ফজলুর রহমানের স্ত্রী হওয়ার সুবাদেই তিনি জগন্নাথ কলেজের মতো বিশাল প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। জগন্নাথ কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের আইন গত ২৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে পাস হওয়ার পর ২০ অক্টোবর থেকে তা কার্যকর হয়েছে। কেবলমাত্র অধ্যক্ষ হওয়ার সুবাদে প্রফেসর আয়েশা শিরিন রহমান পদাধিকার বলে প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পান আর ২০ অক্টোবর থেকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। এ মাসেই তার চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার কথা থাকলে তিনি এখন তদবিরে নেমেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে স্থায়ী নিয়োগ পাওয়ার জন্য। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ।

তাদের মতে, বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের তৎপরতার কারণে দেশের প্রাচীনতম কলেজ জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার, ● এরপর-পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

● শেষের পাতার পর

প্রকল্প বাস্তবায়নে শুরুতেই অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এর ফলে নির্ধারিত তিন বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তরণের কাজ সম্ভব হবে না বলে তারা ধারণা করছেন।

সূত্র জানায়, জাতীয় সংসদে ২৭ সেপ্টেম্বর পাস হওয়ার পর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি এ বছর ২০ অক্টোবর থেকে কার্যকর করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী আগামী তিন বছরের মধ্যে জগন্নাথ কলেজ পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার কথা। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান বাধা হিসেবেই সামনে আসছে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি। আইনটি কার্যকর করতে রাষ্ট্রপতির আদেশ জারির পরপরই জগন্নাথ কলেজে বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর আয়েশা শিরিন রহমানকে পদাধিকার বলে অধ্যক্ষের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি ২০ অক্টোবর থেকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এক সময়ের দাপটশালী সচিব ফজলুর রহমানের স্ত্রী আয়েশা শিরিন রহমানের সরাসরি শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতাই ৫/৬ বছরের বেশি নয়। এর মধ্যে অনার্স বা মাস্টার্স পর্যায়ে পড়ানোর অভিজ্ঞতাও তার নেই। স্বামী সচিব থাকায় তার দাপটেই শিক্ষকতার সরাসরি অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কম থাকা সত্ত্বেও তিনি জগন্নাথ কলেজের মতো বিশাল প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের নিয়োগ পান। এ মাসেই তার চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার কথা থাকলেও তিনি এখন তদবির চালাচ্ছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে স্থায়ী নিয়োগ পেতে। এ ব্যাপারে তিনি মন্ত্রী ও সরকারের প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন বলে জানা গেছে।

তার এই তৎপরতায় ক্ষুব্ধ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের মন্তব্য– যার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাই ৫/৬ বছরের, এর মধ্যে অনার্স বা মাস্টার্স পর্যায়ে পড়ানোর অভিজ্ঞতাই যার নেই তার পক্ষে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা আদৌ সম্ভব কি না।

এদিকে ইতিমধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন নিয়েই আইনি জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এই সরকারের আমলে ঘোষিত অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের সঙ্গে এই আইনের সামঞ্জস্য না থাকায় ইতিমধ্যেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষুব্ধ শিক্ষকদের একটি অংশ ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে উচ্চ আদালতে রিট মামলা করেছেন। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে অভিজ্ঞ এবং প্রশাসনিকভাবে দক্ষ উপাচার্য/প্রকল্প পরিচালকই জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন বলে সংশ্লিষ্ট সকল মহল মনে করেন।